দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 5 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

36

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির জটিল আকার ধারণ ॥ নীতিমালার দাবিতে কর্মচারীদের আন্দোলন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। নীতিমালার দাবিতে সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন চলছে। সমঝোতার কোন আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়নি এখনও সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অথচ পরস্পরকে আক্রমণ করে বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রজ্ঞাপন জারি-- এসব চলছে। ফলে পরিবেশ হয়ে উঠছে উত্তপ্ত, যে কোন সময় ঘটতে পারে বিস্ফোরণ।

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী কর্মচারীই সংখ্যাগরিষ্ঠ, মোট ১০৪৯ জনের মধ্যে ৮৫৯ জন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর পিজি'র এই কর্মচারিগণ নিয়মানুযায়ী অপসন প্রদানের মাধ্যমে 'সরকারী' হিসাবেই থেকে যায়। গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তারা এজিবি থেকেই তাদের বেতন ভাতা পায়। কিন্তু এর পর থেকেই ঘটে বিপত্তি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে চিঠি লিখে সকলের বেতন-ভাতা প্রদানের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। এ নিয়েই সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসেন্তোষের সৃষ্টি। তাদের দাবি, এজিবি'র মাধ্যমেই তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। তাদের সকল হিসাবনিকাশও থাকতে হবে এজি অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে নয়। এটিসহ মোট পাঁচ দফা দাবি। দাবি আদায়ে গত ৪ মে থেকে চলছে বিভিন্ন মাত্রার কর্মবিরতি। প্রথমে ২ ঘণ্টা, পরবর্তীতে ৩ ঘণ্টা, ৪ ঘণ্টা, এভাবে বাড়তে বাড়তে আগামী রবিবার পালিত হবে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি। এ নিয়ে উত্তপ্ত এখন পরিস্থিতি।

ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার এক প্রজ্ঞাপনে বলেছে, দাবিসমূহ মানার বিষয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী রবিবার দাবি আদায় বা আন্দোলনের নামে কেউ কাজে অনুপস্থিত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রজ্ঞাপন সরকারী কর্মচারীদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে। তারা বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সংঘাত চাচ্ছে। তারা ভিসি'র কাছে প্রকৃত ঘটনা আড়াল করে রেখে ফায়দা লুটতে চাচ্ছে।

আন্দোলনরত কর্মচারীদের নেতা মোঃ আবুল কাশেম বলেন, আমরা সরকারী কর্মচারী। এই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কোন্ নীতিমালার অধীনে আমরা কাজ করছি- জানি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের বেতন থেকে জিবি ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়িভাড়া-- এসব টাকা কেটে রাখছে। কিন্তু সে সব এজি অফিসে জমা হচ্ছে না। আজ যদি আমি অবসরে যাই কিংবা মারা যাই, টাকাপয়সার হিসাব নিয়ে এক মহাজটিলতার সৃষ্টি হবে।

জটিলতার বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও স্বীকার করে। রেজিস্ট্রার আঃ গফুর বলেন, নীতিমালা প্রণয়ন করবে সরকার। তাদের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশনে নাকি অন্য কোন উপায়ে থাকবে- তা জানানোর জন্য ইতোমধ্যেই আমরা সরকারকে চিঠি লিখেছি। আশা করছি দু'একদিনের মধ্যেই জবাব পেয়ে যাব। তখন এ জটিলতার অবসান হয়ে যাবে।

আন্দোলনরত কর্মচারীরা বলেন, গত বছর থেকেই আমরা নীতিমালার জন্য বলছি। কেউ আমাদের কথায় কর্ণপাত করছে না। উপায়ান্তর না দেখেই আন্দোলনে গেছি। এর পরেও সরকার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেনি। গত রবিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের কয়েকজন আমাদেরকে ডেকে কেবল দাবিগুলো শুনেছেন। কিন্তু কোন আশ্বাস পাইনি।

আন্দোলনের এক নেতা বলেন, ভিসি আমাদের একবার ডেকে তাঁর উদ্যোগের কথা জানালেই অনেক কিছু সহজ হয়ে যায়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী একটি চক্র তা হতে দিচ্ছে না। তারা বরং পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলছে।